ইত্তেফাক

23/3/80

012

বান্দরবানের মারুপ্যা প্রকল্প

।। স্বপন কুমার চৌধুরী ।।

বান্দরবান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ঃ মারুপ্যাখোলা খাল খনন প্রকল্পের কাজ সরকারী মতে ১৪ই মার্চ শেষ হইয়াছে। খননকৃত খালের সামান্য অংশে অল্প পরিমাণ বৃষ্টির পানি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই খালে পানি প্রবেশ করানোর জন্য 'সুয়ালক' খালে নির্মিত বাঁধটি ৫ই মার্চ বৃষ্টিতে ধসিয়া যায়। বান্দরবান সদরে ৩টি পাওয়ার পাম্প আসিয়া পৌঁছিলেও খাল এলাকায় ১৮ই মার্চ পর্যন্ত কোন পাম্প যায় নাই। খাল খননের জন্য ক্রীত ১শত ৬৩টি কোদালের মধ্যে মাত্র ৪৭টি অবশিষ্ট আছে।

শতকরা ৮৫ ভাগ খনন কাজ স্বেচ্ছাশ্রমে করানো হইয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষ জানান। কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী প্রকল্পটির খনন কাজের জন্য বিভিন্ন খাতে ব্যয় ঃ গম—৫ শত ৫০ মণ কোদাল ও ঝুড়ি ক্রয় বাবদ—৮

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

খাল খনন

(১ম পৃঃ পর)

হাজার ১ শত ৩১ টাকা, প্রচার—১ হাজার ৮ শত ৭৩ টাকা, স্বেচ্ছাশ্রম প্রদানকারীদের আপ্যায়ন বাবদ ২ শত ৯৭ টাকা ৫৫ পয়সা, শ্রমিকদের অস্থায়ী ঘর নির্মাণ, স্বাস্থ্যরক্ষা বাবদ—১ হাজার ৪ শত ২০ টাকা, পেট্রোল ও ষ্টেশনারী বাবদ—১ হাজার ৭ শত ৩৯ টাকা৫০ পয়সা। গম ছাড়া মোট ব্যয় ১৩ হাজার ৪ শত ৬১ টাকা ৫ পয়সা।

কর্তৃপক্ষের অনুমান, এই খাল খননের ফলে ২ শত ৪৩ একর জমি উপকৃত হইবে। প্রকৃতপক্ষে খাল এলাকায় জমির পরিমাণ অনধিক ১ শত ৩৫ একর। তন্মধ্যে ৪/৫ একর জমি খালটি খননের জন্য কাটিতে হইয়াছে। সুয়ালক খালের অপর পাড়ে শতাধিক একর জমি এই প্রকল্পের পানি পাইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশা করিতেছেন।

প্রকল্প এলাকায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত সেচ কমিটি এখনও গঠিত হয় নাই। পাহাড়ী ধসে খালের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই ভরিয়া গিয়াছে। খাল হইতে জমিতে পানি নেওয়ার কাঁচা ড্রেনও তৈরী হয় নাই। খালের উভয় পাড়ে পানি ছাড়াই ৪০ একর জমিতে ধান চাষ করা হইয়াছে। খালের পাড়ে ৪/৫টি কলাগাছ এবং কিছু কিছু কাঁঠাল ও লেবু চারা লাগানো হইয়াছে। তবে এইগুলি সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থ হয় নাই। বর্ষায় পাহাড়ী ঢল নামিলে এই বাঁধ ও খাল টিকিয়া থাকিবে কিনা, বলা দুষ্কর। অনুরূপ আর কোন এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ সম্ভব না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ 'মারুপ্যাকেই' বাছিয়া নেন। মারুপ্যার অবস্থান পাহাড়ের পাদদেশে এবং সুয়ালক এতদঞ্চলের খরস্রোতা ও বিপজ্জনক খালসমূহের অন্যতম।